ম্যানিফেস্টো: প্রতিবন্ধকতাযুক্ত নাগরিকদের জন্য প্রতিবন্ধকতাযুক্ত নাগরিকদের দ্বারা তৈরি

আমরা > ১, ০০, ০০ ,০০০ ও বেশি ভোটার

আমাদের ছাড়া কিচ্ছু না

www.ncpedp.org

NATIONAL CENTRE FOR PROMOTION OF EMPLOYMENT FOR DISABLED PEOPLE

পরিকল্পনা

- National Disability Network (NDN) **ন্যাশনাল ডিসেবিলিটি নেটওয়ার্ক** (NDN)
- National Committee on Rights of Persons with Disabilities (NCRPD) **ন্যাশনাল কমিটি অন রাইটস অফ পার্সন্স উইথ ডিসেবিলিটি**

সম্পাদকীয় দল

- Arman Ali **আরমান আলী**
- Rajiv Rajan **রাজীব রাজন**
- Rama Chari **রমা চারি**
- Smitha Sadasivan **স্মিথা সদশীবন**
- Sumeet Parikshit **সুমিত পরীক্ষিত**
- Akshay Jain **অক্ষয় জৈন**
- Vamika Gupta **বমিকা গুপ্ত**

তত্বাবধায়ক

- National Centre for Promotion of Employment for Disabled people (NCPEDP)
- ন্যাশনাল সেন্টার ফর প্রোমোশন অফ এমপ্লয়মেন্ট ফর ডিসেব্লেড পিপল

CONFIDENTIAL

<u>অস্বীকৃতি</u>

এই নথির উদ্দেশ্য হল : ২০২৪ সালের সাধারণ নির্বাচনের জন্য একটি ম্যানিফেস্টো তৈরি করা। এই ম্যানিফেস্টো প্রতিবন্ধকতাযুক্ত নাগরিকদের দ্বারা তৈরি, প্রতিবন্ধকতা যুক্ত নাগরিকদের জন্য । এটি আইনি পরামর্শ বা অন্য পরামর্শ হিসেবে উপযোগী নয় এবং ব্যবহার করা উচিত নয়।কেউ এই নথিকে আইনি পরামর্শের বিপরীতে ব্যাবহার করবেনন। যদিও এই নথিতে সম্মিলিত তথ্যের যাচাই করা হয়েছে এবং সকল সাবধানতা নেওয়া হয়েছে, তবুও লেখক এবং প্রকাশক কোনো ভুল বা অনুপস্থিতির জন্য দ্বায়িত্ব গ্রহণ

করবেননা। তথ্যের ব্যবহার থেকে যে কোনও ক্ষতি নিয়ে কোনও দায়বদ্ধতা ধারণা করা হয় না।

মূল দাবি:

- **বাজেটে বরাদ্দ** - প্রতিবন্ধীদের জন্য ৫% বাজেট বরাদ্দ করা

- **জলবায়ু পরিবর্তন -** ন্যাশনাল মিশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ ফর ভালনারেবেলল কমিউনিটিস, প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের নিয়ে।
- **সামাজিক নিরাপত্তা- -** ওয়ান নেশন ওয়ান পেন্সন (এক দেশ এক পেনশন) মান ধরে ₹ ৫০০০ টাকা প্রতি মাসে সব প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের জন্য।
- **স্বাস্থ্য বীমা-** সাশ্রয়ী এবং সুগম্য স্বাস্থ্য বীমা প্রতিটি প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষের জন্য
- **অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ -** ছোট, মাঝারী এবং বড় সংস্থাগুলিতে কাজের সমান সুযোগ
- **লিঙ্গ –** প্রযুক্তির গ্রহণকে উৎসাহিত করার জন্য, আমরা মাধ্যমিক শিক্ষা/ম্যাট্রিকুলেশন সম্পন্ন করার পর প্রতিবন্ধী মেয়েদের জন্য ডিজিটাল সাক্ষরতা এবং স্মার্টফোন অ্যাক্সেস প্রদানের জন্য ADIP-এর মধ্যে একটি উপ-স্কিম স্থাপন করব।
- **শিক্ষা-** প্রতিবন্ধকতাযুক্ত বাচ্চাদের স্কুলে তালিকাভুক্তিকরণ উন্নত করতে হবে, লক্ষ্য হবে ২০২৯ এর মধ্যে জাতীয় গড় সংখার সঙ্গে একটি সমতা পাওয়ার।
- **সামাজিক- রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তি / সমন্বয় - -**
    - ভারতের সংবিধানের আর্টিকেল ১৫ কে সংশোধন করে প্রতিবন্ধকতাকে অন্তর্ভুক্ত করা
    - সরকার পরিচালনার প্রতিটা স্তরে ৫% সংরক্ষিত রাখা
    - ভারতের রাষ্ট্রপতির মনোনয়নের মাধ্যমে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষকে রাজ্য সভায় নিযুক্ত করা

- **অভিগম্যতা / প্রবেশগম্যতা :** সুগম্য এবং সর্বব্যাপী সরকারী এবং বেসরকারি ভবন, বাড়ি, পণ্য, পরিষেবা, গণপরিবাহন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা

- **ক্রীড়া / খেলাধুলো-** সুগম্য এবং সর্বব্যাপী ক্রীড়ার পরিকাঠামো পুরো দেশের প্যারা অলিম্পিক ক্রীড়াবিদের জন্য ।

CONFIDENTIAL

ভূমিকা

২০১১ এর জনগণনা অনুসারে, প্রতিবন্ধকতাযুক্ত নাগরিকরা ভারতবর্ষে জনসংখার ২.২১% , প্রায় ২ কোটি ৬৮ লাখ মানুষ। ১ কোটির বেশি নিবন্ধিত ভোটার (নির্বাচক), ভারতের ইলেকশন কমিশন অনুযায়ী। প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষের কথা, তাদের নিয়ে আলোচনা, ২০২৪ র সাধারণ নির্বাচন কে ঘিরে যত আলোচনা বা কথোপকথন হচ্ছে তার মধ্যে থাকা প্রয়োজন। এটি শুধু তারা ভোটার দের মধ্যে একটি বড় অংশ বলে নয়, গুরুত্তপূর্ণ বিষয় হচ্ছে তারা দেশের অনেক পণ্য ও পরিষেবার ক্রেতা ও ভোক্তা, আর তাই তারা সামাজিক, অর্থনৈতিক উন্নয়নের আর ভারতের জিডিপির অংশ। আমরা, ভারতবর্ষের প্রতিবন্ধকতাযুক্ত নাগরিকরা চাই সব রাজনৈতিক দল নিজেদের উন্নয়নের কার্যাবলী তে আমাদের সামিল করুক। ২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচনে এই নির্দিষ্ট বিষয়গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করুক ও নিজেদের ম্যানিফেস্টোতে এই গুলিকে বিশিষ্ট অংশ হিসেবে চিহ্নিত করুক ।

ভারতবর্ষের প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষের সংখ্যা পৃথিবীর একাধিক দেশের থেকে অনেক বেশি, তাই এই বিশ্বব্যাপী দৃশ্যকল্প তে একটি গুরুত্তপূর্ণ স্থান অর্জন করেছে আমাদের দেশ। এই গুরুত্তপূর্ণ স্থানের ফলে ডিসেবিলিটি ইনক্লুশনের (প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের অন্তর্ভুক্তি) কিছু মাপকাঠি তৈরি করার দায়িত্ব বর্তায় ভারতের ওপরে। ভারত UNCRPD স্বাক্ষর এবং অনুমোদন করা প্রথম কিছু দেশের মধ্যে অন্যতম এবং এই নিয়ম পালন করে নিজের দেশে শক্তিশালী আইন প্রণয়ন করেছে – প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের অধিকার আইন, ২০১৬ যেটি ২০১৭ থেকে প্রয়োগ করা হয়। এই আইন দ্বারা সুগম্য (সহজগম্য) পরিষেবার প্রচার, সমন্বিত শিক্ষা, চাকরি , পুনর্বাসন ব্যবস্থা, ন্যায্য বন্দোবস্ত, অবৈষম্য, সমান সুযোগ নীতি, ইত্যাদি প্রয়োগ এর ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। । একাধিক কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের মন্ত্রক এই কাজে নিযুক্ত যেখানে তারা সহজগম্যতার মাপকাঠি তৈরি করে একসেশিবেল ইন্ডিয়া (Accessible India) ক্যাম্পেন এর মধ্যে এবং ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি অনুযায়ী সমন্বিত শিক্ষা নিশ্চিত করে। আমরা, ১ কোটির বেশি ভোটার, আমরা চাই ইতিবাচক পদক্ষেপ !

বরাদ্দ বাজেট

গত কিছু বছরে ডিপার্টমেন্ট অফ এমপাওয়ারমেন্ট অফ পার্সন্স উইথ ডিসেবিলিটি মাত্র ০.০২% অনুপাত সংক্রান্ত ব্যয় করে পুরো বাজেটের মধ্যে। প্রয়োজন হচ্ছে একটি একান্তভাবে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার ঘোষণা, যেমন বিশেষ করে দুর্বল আদিবাসী গ্রুপদের (Vulnerable Tribal Group - PVTG)) যেখানে ₹২৪০০০ কোটি টাকার প্রয়োজন, একটি পুরো

ডিপার্টমেন্টের তুলনায় যার খুব কম বাজেট বরাদ্দ হয়। । প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের মধ্যে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষের অন্তর্ভুক্তি প্রয়োজন সব ধরনের আহরণে আর বার্ষিক বাজেট সেটা লিখিত হওয়া । সহজগম্যতা এবং অন্তর্ভুক্তি প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত মূল অগ্রাধিকারগুলির মধ্যে থাকা উচিত। আমরা চাই প্রতিটি রাজনৈতিক দল প্রতিজ্ঞা করুক –

"আমরা প্রতিবন্ধী মানুষদের অন্তর্ভুক্তির জন্য বাজেটের বরাদ্দের কমপক্ষে 5% নির্ধারণ করার লক্ষ্য রাখি এবং প্রতিবন্ধী বাজেট বিবৃতি প্রকাশ করার , যেমন নারী ও শিশুদের বাজেট বিবৃতি প্রকাশ করি। আগামী 5 বছরে, আমরা এই বাজেট বরাদ্দ প্রতি বছর 10,000 কোটি টাকা করে বাড়িয়ে 50,000 কোটি করবো।"

স্বাস্থ্য বীমা

ওয়ার্ল্ড হেল্থ অর্গানআইজেসন (WHO) অনুমান করে যে ভারতবর্ষে ৬৫% স্বাস্থ্যের খরচ মানুষ নিজের জমানো টাকা থেকে দেয়ে, যেখানে বিশ্বের গড় হচ্ছে ৩২%। এই সংখ্যাটি আরো বেড়ে যায় প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষের ক্ষেত্রে কারণ তাদের জীবনযাত্রার খরচ সবার থেকে একটু বেশি। অনেক ক্ষেত্রেই সরকারী এবং বেসরকারি স্বাস্থ্য বিমাগুলি এই কাজে অক্ষম থেকে যায়। IRDAI এর নির্দেশ সত্তেও, বিমার ক্ষেত্রে অনেক বাধা রয়েছে - যেমন ব্যয়বহুল দামের কাঠামো, অপর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ, বিমার এজেন্টদের ঝুঁকি মূল্যায়নের পদ্ধতিতে বৈষম্য। । প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষের জন্য সরকারী বীমা পরিষেবাগুলির বিষয় মানুষের সচেনতাও খুব কম - যেমন আয়ুষ্মান ভারত এবং নিরাময় প্রকল্প । তাই, আমরা সব রাজনৈতিক দলকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে বলছি-

" ২০২৯ এর মধ্যে আমরা নিশ্চিত করব সব সরকারী এবং বেসরকারি বীমা কোম্পানীরা যাতে সাশ্রয়ী এবং অভিগম্য স্বাস্থ্যের বীমা নীতি এবং সমন্বিত, প্রাসঙ্গিক এবং উপযোগী স্বাস্থ্য বীমা পরিষেবা সব প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের জন্য । এই বিমার অন্তর্ভুক্ত হবে পুনর্বাসন, অর্থোপেডিক এবং প্যারামেডিকাল খরচ, আর তার সঙ্গে সহযোগী প্রযুক্তি যন্ত্রের খরচও । "

অভিগম্যতা:

Accessible India Campaign এর সাফল্যপ্রাপ্তি, আইনি পরিকাঠামো যেমন ইনফরমেশন এণ্ড কম্যুনিকেশন টেকনোলজি (ICT) নির্দেশিকা, প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষের অধিকার আইন ২০১৬ এর সেকশন ৪৫ প্রতিবন্ধকতা যুক্ত মানুষের সহযোগী পরিকাঠামো তৈরির নির্দেশ দিয়ে থাকলেও অনেক খামতি থেকে গেছে। এই সব প্রকল্প এবং

CONFIDENTIAL

আইনের বাস্তবায়ন সেটা ডিজিটালি হক বা শারীরিকভাবে, শহরে হক বা গ্রামে, দেশ জুড়ে কিছুটা অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। এই অসম্পূর্ণতার কারণে তৈরি হয় অনেক রকম বাধা যেগুলি প্রতিবন্ধকতা যুক্ত মানুষের স্বাধীনতা এবং গতিশীলতা কে ক্ষতিগ্রস্ত করে। তাই, আমরা সব রাজনৈতিক দলকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে বলছি-

"আমরা নিশ্চিত করব সব সরকারী এবং বেসরকারি বাড়ি, অফিস, ভবনগুলি, বস্তু, পণ্য, পরিষেবা, গণপরিবাহন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা যাতে পুরোপুরি অভিগম্য হয় ৩ বছরের মধ্যে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনার্শিপ মডেল (PPP) অনুসারে। "

"প্রতিটি ব্যবসার মধ্যে অভিগম্যতাকে বাধ্যতামূলক করা । "

"2026 সালের মধ্যে, আমরা সমগ্র ভারত জুড়ে সমস্ত অ্যাপ-ভিত্তিক ট্যাক্সি (ক্যাব) এগ্রিগেটরদের জন্য প্রতিবন্ধকতা অন্তর্ভুক্তি করণের সমন্বিত নির্দেশিকা জারি করব, আইন প্রণয়ন করব এবং সেইসাথে নিশ্চিত করব যে তারা বর্তমান মোটর ভেহিকেল অ্যাগ্রিগেটর নির্দেশিকা, 2020-এও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।"

<u>সামাজিক-অর্থনৈতিক সমন্বয়</u>

ইলেকশন কমিশনের বর্তমান নির্দেশিকা অনুসারে সব রাজনৈতিক দলগুলির একটি সমাজের মধ্যে অনুভূতিগত অবহেলা প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষকে মুলস্রোতে আনার মধ্যে দেখা যাচ্ছে। আমাদের প্রাচীন হিন্দু ঐতিহ্য রয়েছে কিছু চরিত্র যেমন 'ধৃতরাষ্ট্র, অষ্টবক্র, শকুনি, মন্থরা,' যারা সমাজে প্রখ্যাত অংশগ্রহণকারী। তাদের চিত্রায়ন নির্বিশেষে তারা সমাজে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন, এক ভাবে আধুনিক সমাজে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষের ভূমিকা হওয়া উচিত। তাই, আমরা সব রাজনৈতিক দলকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে বলছি-

"আমরা ভারতের সংবিধানের আর্টিকেল ১৫ এর মধ্যে পরিবর্তনের প্রস্তাব আনতে চাইছি। প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষের প্রতি যে বৈষম্য আছে, সেটা একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে যাচাই করে তাদের অধিকারগুলিকে বিচার বিভাগ দ্বারা সুরক্ষিত করতে হবে। এতেই হবে সামাজিক সমন্বয়। "

"আমরা ভারতবর্ষের শাসন ব্যবস্থার প্রতিটি স্তরে ৫% সংরক্ষণ (রিজার্ভেশন) তৈরি করব, যাতে সংবিধানের ৭৩ তম এবং ৭৪তম সংশোধনের মতন প্রান্তে বসবাস করা সম্প্রদায়গুলির রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তি করণ হয় । "

CONFIDENTIAL

"আমরা উন্নত করব দেশের শাসন ব্যবস্থা এবং তাতে সমন্বয় আনবো, যাতে সংবিধানের আর্টিকেল ৮০ অনুসারে অন্তত একটি প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষের মনোনয়ন হয় । "

<u>সামাজিক সুরক্ষা</u>

জীবনযাত্রার খরচ প্রতিবন্ধকতা সহ হলে সংসার পিছু বেড়ে যায় প্রায় ১২-২৬%। ৭০% এর অধিক প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষ স্কুল শিক্ষার থেকে বঞ্চিত, ৩৪ লক্ষ ১.৩ কোটির মধ্যে কর্মস্থলে নিয়োগের উপযুক্ত, স্বনিযুক্তির পথেও পাওয়া যায়না সমর্থন, প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষরা তাই প্রতি নিয়ত নির্ভরশীল হয়ে যায় কল্যাণ প্রকল্প এবং তার সহায়তার। তাই, আমরা সব রাজনৈতিক দলকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে বলছি-

" আমরা ন্যাশনাল সোসাল অ্যাসিস্ট্যান্স কার্যক্রম কে (জাতীয় সামাজিক সাহায্য প্রোগ্রাম) এক মাপকাঠিতে বেঁধে দেব যেখানে একটি দেশে সবাই এক পেন্সন পাবে। দেশে বর্তমানে প্রচলিত মাসিক ভাতা ₹১০০ থেকে ₹৩২০০ কে প্রতিস্থাপন করে ₹৫০০০ টাকা প্রতি মাসে তাদের ব্যাংক একাউন্টে ডিরেক্ট ট্রান্সফার এর মাধ্যমে। "

"আমরা নিশ্চিত করব যাতে সব মন্ত্রণালয়ের সামাজিক সুরক্ষার প্রকল্পগুলিতে যেমন প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, MGNREGA, ইত্যাদির সুযোগ প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষেরা সবাই অগ্রাধিকার পায়। "

<u>অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ</u>

ভারতবর্ষে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষের মধ্যে বেশির ভাগ মানুষ কর্মস্থলে নিয়োগযোগ্য, কিন্তু ১% মানুষ মাত্র শীর্ষ ৫০ টি কোম্পানী তে নিয়োগীত এবং **PSU** তে সর্বোচ্চ নিয়োগ হচ্ছে ২.২১%। এই পরিসংখ্যান প্রাইভেট (বেসরকারি) সংস্থানগুলোতেও একই রকম। এটি বোঝায় বাধ্যতামূলক ৪% এর থেকে বাস্তবে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষের নিয়োগ অনেকটাই কম।এর ফলে অনেক প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষের প্রতিভাঅব্যবহৃত থেকে যাচ্ছে , যেটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির কাজে লাগতো। তাই, আমরা সব রাজনৈতিক দলকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে বলছি-

CONFIDENTIAL

"আমরা সূচনা করব একটি উৎসাহ দায়ক প্রকল্পের "একসেস টু ওয়ার্ক" ছোট, মাঝারী এবং বড় ব্যবসায়িক উদ্যোগগুলি যেগুলি প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষের সহযোগিতা করার জন্যে যুক্তিসঙ্গত সমন্বয়/ পরিবর্তন (reasonable accommodation) ব্যবস্থা শুরু করবে।"

"আমরা নিশ্চিত করব যাতে সব প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষেরা অন্তর্ভুক্ত হতে পারে Entrepreneurship আর স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম MSME মন্ত্রণালয়ের, MoRD তেও যেখানে কম সময় এবং বেশি সময়ের পাঠ্যধারাগুলি শেখানো হবে, ৪% রিজার্ভেশন পরিপূর্ণ করার জন্য ২০১৬ প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের অধিকারের আইন অনুসারে।"

<u>জলবায়ু পরিবর্তন</u>

প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষরা পৃথিবীর জলবায়ু দূষণে সব থেকে কম অংশগ্রহণ করা সত্তেও সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের মধ্যে এসে দাড়িয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনএর খারাপ প্রভাব আর অপ্রতিবন্ধী অর্থনীতিবিদদের eco-ableist হাতে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের প্রয়োজন যেটি সাসটেনেবেল ডেভেলপমেন্ট গোল ১৩ অনুযায়ী অনুসরণ করার কথা, অনেক ক্ষেত্রেই উপেক্ষিত হয়ে যায়। জলবায়ু পরিবর্তনএর প্রভাব থেকে মানুষকে রক্ষা করার উপায় হচ্ছে অসাম্য কে মোকাবিলা করা এবং জলবায়ু পরিবর্তন কে 'হুমকির সংখয়বৃদ্ধিকরক' হিসেবে গণ্য করা। প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষেরা এর প্রভাবে প্রথম শিকার হবে যেহেতু তারা বেশি সংবেদনশীল এবং কম ক্ষমতাবান। তাই, আমরা সব রাজনৈতিক দলকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে বলছি-

" আমরা একটি ন্যাশনাল মিশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ ফর ভালনারেবল কমুনিটিস তৈরি করব যেখানে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের সামিল করা হবে ন্যাশনাল অ্যাকশন প্ল্যান অন ক্লাইমেট চেঞ্জ ২০০৮ এর সুরক্ষার ছত্রে।"

"আমরা নিশ্চিত করব জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কতৃপক্ষ যাতে বর্তমান সময়ের নিরিখে, নারী – পুরুষ সংখ্যার ভিত্তিতে (disaggregated data) তথ্য সংগ্রহ করে ভারতবর্ষের সব জেলার প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের তালিকা রাখে, ২০১৬'র প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের অধিকারের আইনের সেকশন ৮ অনুসারে।"

<u>শিক্ষা</u>

অভিগম্যতা:

সমন্বিত শিক্ষা বা inclusive education আর স্বাস্থ্য প্রতিটি প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষের মর্যাদা এবং জীবনযাত্রার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সমন্বয়ের অভাব এই ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের জীবনে অসমতুল্য প্রভাব ফেলে, প্রধানত তাদের যারা নানা কারণে সমাজের প্রান্তে বাস করে, এবং অনেক ধরনের বৈষম্যের শিকার (particularly those facing intersectional challenges, leading to increased vulnerability to marginalization)। এই কারণে, এখানে নতুন নীতি প্রণয়ন করলে এমন নীতি আনতে হবে যেটি এই বিষয়গুলিকে মাথায় রেখে গড়ে উঠবে এবং পরিকল্পনাগুলি কে বাস্তবায়ন করার সময় ও স্বীকার করবে। তাই, আমরা সব রাজনৈতিক দলকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে বলছি-

" আমরা চালু করব একটি তথ্য চালিত কৌশল যাতে স্কুলে নিয়োগ বৃদ্ধি পায় এবং সফল ভাবে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুরা মূলধারার স্কুলে শিক্ষাপূর্তি করে । এটির লক্ষ হবে ন্যাশনাল গ্রস এনরোলমেন্ট রেট ২৮.৪%, ২০২২ এর সঙ্গে এক পর্যায়ে আনার। "

ক্রীড়া

বর্তমানের প্রবণতা দেখায় যে ইন্টেরিম বাজেটে ২০২৪-২০২৫ সর্বনিম্ন টাকার অঙ্ক (২৫ কোটি)বরাদ্দ করা হয়েছে। এটি হয়েছে প্যারা ক্রীড়াবিদদের প্যারালীমপিক ২০২৩ এর অসাধারণ প্রদর্শনের পর। ক্রীড়া যেখানে সমনয় আনার একটি শক্তিশালী এবং প্রভাবশালী মাধ্যম প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের সামাজিক ব্যবহার এবং সমৃদ্ধির প্রচার করে, সেখানে এটি অতি আবশ্যক যে সেখানে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ করা হক। তাই, আমরা সব রাজনৈতিক দলকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে বলছি-

" তৈরি হক একটি নীতি যেখানে প্যারা অলিম্পিক ক্রীড়াবিদদের দেওয়া হক স্বীকৃতি যেভাবে বাকি ক্রীড়াবিদদের দেওয়া হয়। খেয়াল রাখা হক যাতে সব পরিকাঠামো এমন ভাবেই তৈরি হক যেটা সুগম্য (accessible) এবং সার্বজনীন নকশায় (universal design) তৈরি। "

" ভারতবর্ষের ৫টি বড় জেলায় আন্তর্জাতিক স্তরের আধুনিকতম প্রযুক্তি দিয়ে গড়ে তোলা হবে সেন্টার ফর ডিসেবিলিটি স্পোর্টস; প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ক্রীড়াবিদদের জন্যে, প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের অধিকারের আইন অনুসারে সহজগম্যতা রেখে। "

CONFIDENTIAL

লিঙ্গ

মহিলার উত্তর প্রদেশের মতন অত্যন্ত জনবহুল রাষ্ট্রেও কিছু গুরুত্বর বাধার সম্মুখীন হয় যেখানে তাদের কাছে কোনো সহায়ক প্রযুক্তি যেমন মোবাইল ফোন নেই। তাই ডিজিটাল বহিষ্কারের (এক্সক্লুসানের) মাত্রা প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মহিলাদের মধ্যে নিম্ন এবং মধ্যবিত্ত দেশগুলিতে সবচেয়ে উচ্চ পরিমাণে দেখা যায়। সেখানে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মহিলাদের মোবাইল ফোনের প্রয়োজনয়িতা কম মনে করার কারণে সচেনতা এবং অধিকার দুটোর ওপরেই প্রভাব পড়ে।কিছু প্রধান বাধার মধ্যে স্বাক্ষরতা, দক্ষতা, সুরক্ষা, নিরাপত্তা এবং ক্রয়ক্ষমতা পড়ে। প্রযুক্তির সাহায্যে শাসন ব্যবস্তার অনুপ্রেরণা পাওয়ার জন্যে এই বাধাগুলিকে অতিক্রম করে ‘‘নারী’’ কে প্রযুক্তিগত ভাবে সক্ষম করে ক্ষমতায়নের পথে চলিত করতে হবে। তাই, আমরা সব রাজনৈতিক দলকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে বলছি-

"ডিজিটাল ইন্ডিয়া উদ্যোগের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রাথমিক প্রযুক্তি গ্রহণকে উৎসাহিত করার জন্য, আমরা মাধ্যমিক শিক্ষা / ম্যাট্রিকুলেশন সম্পন্ন করার পর প্রতিবন্ধী মেয়েদের জন্য ডিজিটাল সাক্ষরতা এবং স্মার্টফোন প্রদানের জন্য ADIP-এর মধ্যে একটি উপ-স্কিম স্থাপন করব।"

"প্রতিবন্ধী নারীদের বিরুদ্ধে হিংসা, নির্যাতন বন্ধ করা থেকে তাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষায় (প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষা) সমান অংশগ্রহণ এবং সুরক্ষা প্রদান করে এমন নীতি তৈরি করা, সেগুলিকে আরো উন্নত করা ও সেগুলির বাস্তবায়ন করা।"

CONFIDENTIAL